দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

080

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ ইং সনের উচ্চ মাধ্যমিক অথবা তার সমতুল্য পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে (মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল পাস) শুধমাত্র তারাই ডিগ্রী পাস ও অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পাবরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৮৭ইং সনে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের অলিম পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের লেখাপড়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশায় ভুগছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনপত্র গ্রহণের দিন তারিখও ক্রমশঃ শেষেরদিকে গড়াতে চললো। অথচ ১৯৮৭ ইং সনে উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সুযোগ প্রাদানের ব্যাপারে এ পর্যন্ত বহু আবেদন-নিবেদন জানানো সত্ত্বেও তাদের জন্যে এখনো কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে যে সমস্যায় ভুগছে তা নিরসনকল্পে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তাই আলিম পাস ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় সেজন্য দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ১৯৮৭-৮৮ ইং শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রী পাস ও অনার্স কোর্সে উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে ভর্তির আবেদনের সুযোগ প্রাদন করতঃ ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণের সময়সীমা বর্ধিত করার আবেদন জানাচ্ছি।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান (নোমান)

নকল প্রবনতা বন্ধ হবে কি ?

মেরুদণ্ডহীন কোন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না, তাই বলা হয়, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ কারণে আজ বন্ধাত্বের দশায় উপনীত। এর মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবনতা। নকল প্রবনতার দুষ্ট কীট আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর যুবসমাজকে তিলে তিলে নিঃশেষ করছে। এ সম্পর্কে দেশের পত্রিকাদিতে শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে জাতির আশংকাজনক ভবিষ্যতের কথা বলে আসছেন। কিন্তু নকল বন্ধ করা যায়নি, বরং দিন দিন নকল প্রথা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে অপকর্মে বাধাদানকারী সম্মানিত শিক্ষকরা লাঞ্চিত হচ্ছেন ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের দ্বারা! ধুঁকে ধুঁকে মরছে শিক্ষক সমাজের সচেতন বিবেক। কিন্তু নকলের কি কোন প্রতিবিধান নেই? অবশ্যই আছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম ক'টি বছর ব্যাপকভাবে নকল হলেও '৭৪ সালে তৎকালীন সরকার কেন্দ্রে কেন্দ্রে রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাসীসহ কঠোর শৃংখলা রক্ষা করে নকল রোধ করে জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু অতপর অবস্থার ঘটে আরো অবনতি। আজকের অবস্থাতো কারো অজানা নয়। নকলের বদৌলতে অগুণন সার্টিফিকেট সর্বস্ব বেকার যুবক রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেখাপড়াই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মুল মাধ্যম, কিন্তু অধুনা নকলের অবাধ সুযোগ থাকায় ছাত্ররা লেখাপড়া করে না, ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। এমতাবস্থায় দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে প্রয়োজন অর্থবহ পরীক্ষা অনুষ্ঠান। দেশে বন্যা, খরা, দুর্যোগ মোকাবেলায় কিংবা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে থাকেন একই ভাবেই সুষ্ঠু পরীক্ষা জাতির জন্য অনস্বীকার্য মনে করে আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষাসমূহে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবার থেকে কেন্দ্রে সেনাবাহিনী অথবা বিডিআর মোতায়েন করে এবং প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক ও দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক নেতাসহ সর্বস্তরের বিবেকবান ব্যক্তি এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশা করি।

—সাজ্জাদুল কায়ছার।